নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৩৮৯/১৯৯০

মোহাম্মদ হানিফ খান

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১৮.০১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কতৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ৪/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র মোকদ্দমাটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

আসামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমান সহকারী হিসেবে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষে স্নাতক (পাস) কোর্সের বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষার ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা না দেখিয়ে ২১,৭৮২/- টাকা আত্মসাৎ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিগত ইংরেজী ২০.০১.১৯৭৫ তারিখে অত্র এজাহার দায়ের করেন। এজাহার প্রাপ্তির পর পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯ ধারা এবং তদানিন্তন সামরিক আইনের ১নং রেগুলেশনের ১১ ধারা মোতাবেক অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অতঃপর আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারমতে অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামী পলাতক থাকায় অভিযোগ পড়ে শুনানো সম্ভব হয় নাই। প্রসিকিউশন পক্ষে ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম সাক্ষীদের জবানবন্দী পর্যালোচনা অন্তে আপীলকারীকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায়

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারায় ০৪ (চার) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং ১৯৪৭ সনের দুই আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আপীলকারী অত্র আপীলটি নিবন্ধন করেন যা বিগত ইংরেজী ১০.০৪.১৯৮৯ তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং নথি তলব করা হয়। অতঃপর বিগত ইংরেজী ২০.০৬.১৯৮৯ তারিখে আপীলকারীকে অত্র আপীলটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন প্রদান করেন।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

নথী পর্যালোচনা করা হল। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৪/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"অত্র মোকদ্দমা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ হানিফ খান এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারায় আনয়ন করা হইয়াছে।

আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, আসামী চট্ট গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমান সহকারী থাকাকালে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের স্নাতক (পাস) কোর্সের বহিরাগত ছাত্রগনের পরীক্ষার ফিস বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের ফান্ডে জমা না দেখাইয়া টাঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদানীন্তন ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক জনাব আবদুল করিম সাহেবকে প্রধান করিয়া একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি কাগজপত্র এবং সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, এই আসামী ও তাহার সহযোগী উচ্চমান সহকারী জনাব বশির আহমদ সিদ্দিকী উক্ত বহিরাগত ছাত্রদের দেয় পরীক্ষার ফিঃ আত্মসাৎ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্তমান আসামী টাঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা এবং বশির আহামদ সিদ্দিকী টাঃ ৭৩৮/= (সাতশত আটত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করেন। বশির আহামদ সিদ্দিকী তাহার আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধ (অপাঠ্য) বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা করেন নাই। বর্তমান আসামী টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকার মধ্যে গত ৫-১২-৭৩ ইং তারিখে টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা পরিশোধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দুইখানা দরখাস্ত মুলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাহার উভয় দরখাস্ত নামঞ্জুর

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২০-৯-৭৫ ইং তারিখে এই মামলা দায়ের করেন।

আসামী পলাতক থাকায় তাহার বক্তব্য শ্রবন করার সুযোগ হয় নাই। এই মামলার এজাহার প্রাপ্তির পর পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা এবং তদানিন্তন সামরিক আইনের ১নং রেগুলেশনের ১১ ধারা মতে অভিযোগ পর দাখিল করেন।

সরকারপক্ষের বিজ্ঞ পি,পি সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করার পর এই আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামী পলাতক থাকায় অভিযোগ পড়িয়া শুনানো সম্ভব পর হয় নাই।

বর্তমান মোকদ্দমার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় এই যে, আসামী মোঃ হানিফ খান তাহার পদমর্যাদার অপব্যবহার করতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষের বহিরাগত স্নাতক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য দেয় ফিসের টাকা হইতে টঃ ১৯,৯৯০/= (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই)টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন কি না ?

সিদ্ধান্ত

এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে ৫জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ১নং সাক্ষী জনাব আবদুর রশিদ সাহেব বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। তিনি ঘটনার সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এর ৫২তম মিটিং এ আসামী হানিফ খানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এক সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। আসামী হানিফ খান টঃ ২১,৭৮২/=(একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এর মিটিং এর প্রসিডিং এর সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের কপি দাখিল করিয়াছেন। উহা নিদর্শন পত্র-২ রুপে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত নিদর্শন পত্র হইতে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই আসামীকে আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং এই আসামী ১,৭৯২/= টাকা পরিশোধ করার পর তাহাকে চাকুরীতে পুর্নবহাল করিয়া তাহার মাহিনা হইতে কিস্তিতে এই আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করেন।বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাহার এই প্রার্থনা সরাসরি নাকচ করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। অন্যদিকে অপর সহযোগী জনাব বশির আহমেদ সিন্ডিকেট তাহার আত্মসাৎকৃত টঃ ৭৩৮/= (সাতশত আটত্রিশ)টাকা পরিশোধ করায় তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করা হয় নাই কিন্তু তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। এখানে দেখা যায় যে, তাহার সহযোগী বশির আহামদ সিদ্দিকী মাস্টার ডিগ্রি (১ম পর্বের) পরীক্ষার ১৯৭১-৭২ ও১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষের ফিস আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ২নং সাক্ষী জনাব আব্দুল করিম ঘটনার সময় ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়া বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি তাঁহার জবানবন্দিতে বলিতেছে যে এই আসামী বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষার ফি আত্মসাৎ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তিনি উক্ত কমিটির প্রধান ছিলেন।উক্ত কমিটি ঘটনাটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেন। উক্ত রিপোর্ট নিদর্শন পত্র-৩ এবং তাঁহার সই নিদর্শন পত্র-৩/১ রুপে চিহ্নিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশ দিয়াছিলেন। উহা নিদর্শন পত্র-৪

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং তৎকালীন উপাচার্যে জনাব আবুল ফজল সাহেবের সই নিদর্শন পত্র-৪/১ রুপে চিহ্নিত হইয়াছে। এই ২টি নিদর্শন পত্র তাঁহার বক্তব্যকে প্রমানিত করিয়াছেন। নিদর্শন পত্র- ৩ হইতে দেখা যায় যে, এই সাক্ষী উক্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এই কমিটিতে অপর ৩জন সদস্য ছিলেন, তাঁহারা হইলেন জনাব মোঃ আলী ইমদাদ খান(সাক্ষী নং-৩), জনাব এম.কে.রহমান(মিঃ খলিলুর রহমান), দতানিন্তন রেজিস্ট্রার) ও জনাব এস,সালাম, কলেজ সমুহের পরিদর্শক ।কিন্তু দেখা যায় এই কমিটি গত ২-৮-৭৪ ইং তারিখে তাহাদের তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টে তাঁহারা এই আসামীর টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করার কথা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন যে, গত ৫-১২-৭৩ ইং তারিখে এই আসামী টঃ ১৭৯২/=(এক হাজার সাতশত বিরানব্বই) টাকা পরিশোধ করিয়াছেন কাজেই এই আসামীর বর্তমানে আত্মসাতের পরিমান দাঁড়ায়ইয়াছে টঃ১৯,৯৯০/=(উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা এই সাক্ষী কমিটির নিকট গত ৩০-৯-৭৪ এবং অপর একখানি তারিখ বিহীন আসামী প্রদত্ত দরখাস্ত প্রমান করিয়াছেন ।উক্ত দরখাস্ত ২টি হইতে দেখা যায় যে, আসামী তাঁহার অপরাধ স্বীকার করতঃ তাঁহার চাকুরীতে পূর্নবহাল পূর্বক তাঁহার মাসিক বেতন হইতে এই টাকা কর্তন করার আবেদন জানাইয়াছেন। এই দরখাস্ত দুইখানি পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, আসামী তাহার আত্মসাতের বিষয়টি স্বীকার করিয়াছেন। সরকার পক্ষের ৩নং সাক্ষী জনাব মোঃ আলী ইমদাদ খান বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য। ঘটনার সময় তিনি হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ১নং এবং ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য হুবহু সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তদন্ত রিপোর্টে তাহার সই প্রমান করিয়াছেন (নিদর্শন পত্র-৩(২)। সরকার পক্ষের ৪নং সাক্ষী জনাব জি,এম,এ, লতিফ খান বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। তিনি তাহার জবাববন্দিতে বলিয়াছেন যে, আসামী হানিফ খান তাহার অফিসের একজন উচ্চমান সহকারী ছিলেন। এই আসামী বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষার ফি টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই আত্মসাৎ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।উক্ত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করিলে উহা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে উপস্থাপিত করা হয়। আসামীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। তৎপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মামলা দায়ের করিলে পুলিশ এই ঘটনা তদন্ত করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। সরকার পক্ষের ৫নং সাক্ষী মনছুর আহামদ সিদ্দিকী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার। ১৯৭৩-৭৪ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন সহকারী ছিলেন। তিনি হানিফ খানকে চিনিতেন এবং হানিফ খান তাহার অধিনে কাজ করিতেন। তিনি হানিফ খানের হাতের লেখা এবং সইয়ের সহিত পরিচিত। তিনি হানিফ খান প্রদত্ত দরখাস্ত দুইখানি নিদর্শন পত্র ৫ ও ৬ এবং তাহার হাতের সইকে নিদর্শন পত্র নং ৫/১ এবং ৬/১ রুপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তিনি ও তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, আসামী হানিফ খান বি,এ, বহিরাগত ছাত্রদের ফিঃ জমা না দিয়া টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করেন। ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি আসামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন পুলিশ কেস হয়। পুলিশ তাহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তিনি তৎকালীন রেজিস্ট্রার জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের হাতের লেখা চিনেন এবং খলিলুর রহমান

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সাহেব কর্তৃক গত ১৮-১-৭৫ ইং তারিখে হাটহাজারী থানায় প্রেরিত এজাহার খানি নিদর্শন পত্র-৭ রুপে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই পত্র খানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হইতে পুলিশ প্রাপ্তির পর বর্তমান মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রদান উপস্থাপিত করিয়াছেন উহা হইতে দেখা যায যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, এই মামলায় সরকার পক্ষ তদন্ত অফিসারকে আদালতে হাজির করিতে পারেন নাই। কারন হিসাবে সরকার পক্ষ তাহাদের দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তদন্তকারী অফিসার জনাব শেখ আলাউদ্দিন আহামদ সাহেব মারা গিয়াছেন। তদন্তকারী অফিসারের অনুপস্থিতি এই কেসের উপর কোনরুপ সন্দেহের রেখাপাত করে না কারণ একাধারে আসামী পলাতক, অন্যদিকে তদন্তকারী অফিসার তেমন কোন প্রয়োজনীয় সাক্ষী এ কেসে নন।

সুতরাং আদেশ হয় যে,

আদেশ

আসামীর বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আসামী মোঃ হানিফ খানকে উক্ত ধারায় ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও টঃ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১(এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল । আসামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমান সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া এই টাকা আত্মসাৎ করায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুই আইনে ৫(২)ধারার অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হওয়ায় উক্ত ধারায় তাহাকে ২(দুই)বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে এবং টঃ ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল । জরিমানা আদায় হইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টৎ ১৯,৯৯০/= (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা পাইবে এবং বক্রী টাকা সরকার পাইবে।

অত্র রায়ের কপি আসামীকে ধৃত করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করার জন্য ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম/চাঁদপুর, (২) হাজীগঞ্জের উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ৩) চট্ট গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের নিকট অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল। অত্র রায় অত্র আদালতের স্পেশাল মোকদ্দমা নং ৩১৭/৮৪ এর ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য হইবে।

আমার জবানীতে টাইপ করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(মোঃ আরায়েশ উদ্দিন)
১৮.১২.৮৮
বিভাগীয় স্পেশাল জজ।
চট্টগ্রাম বিভাগ,চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(মোঃ আরায়েশ উদ্দিন)
১৮.১২.৮৮
বিভাগীয় স্পেশাল জজ
চট্টগ্রাম বিভাগ,চট্টগ্রাম।

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পুংখানোপুংখ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষি হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি নামঞ্জুরযোগ্য।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি বিনা খরচায় না-মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৪/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল । অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারী বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামী-আপীলকারীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)